যুগান্তর

JUN 19 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

সরকারি কলেজে শিক্ষক বদলির নয়া নীতিমালা

শাহনেওয়াজ

বিভিন্ন সরকারি কলেজের শিক্ষক বদলি ও নিয়োগের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। এখন থেকে কোন শিক্ষক বদলির জন্য সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন পাঠাতে পারবেন না। এমনকি বদলির আবেদন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীকে সম্বোধন করে লেখা যাবে না। এছাড়াও বদলির জন্য মন্ত্রণালয়ে অহেতুক তদবির করা যাবে না। কেউ তদবির করলে তা সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী হিসাবে বিবেচিত হবে। এদিকে সরকারি কলেজে শিক্ষকদের বদলি ও পদায়নের জন্য পৃথক কমিটি ও নীতিমালা

বদলি : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

বদলি : নীতিমালা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীকে সভাপতি করে ৮ সদস্যের কমিটি দেশের সব কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ পদে এবং ঢাকা মহানগরীর সব সরকারি কলেজের সব পদমর্যাদার শিক্ষকের পদায়ন ও বদলির ব্যবস্থা নেবে। এছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে ৫ সদস্যের ৭টি আঞ্চলিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে। এই কর্তৃপক্ষ বোর্ডের ভৌগোলিক এলাকার আওতাভুক্ত সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ও ডিগ্রি কলেজগুলোর মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে আন্তঃকলেজ বদলি ও পদায়নের ব্যবস্থা নেবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষকদের বদলির তদবির ও ভিড় এড়ানোর লক্ষ্যে এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এর ফলে কোন শিক্ষককে বদলির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আসতে হবে না।

সাধারণভাবে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা একটি কর্মস্থলে ৩ বছর অবস্থান করার পর বদলিযোগ্য বিবেচিত হবেন। পদোন্নতির পর যেখানে তাকে পদায়ন করা হবে সেই কলেজে কমপক্ষে দুই বছর কর্মরত থাকতে হবে। দুই বছরের আগে কোন কর্মকর্তা বদলির আবেদন করতে পারবেন না। তবে স্বেচ্ছায় পারস্পরিক বদলির ক্ষেত্রে কর্মস্থলে চাকরির সময়সীমা শিথিল করা হবে। নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে, নায়েম প্রশিক্ষণ কোর্সে যারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করবে তাদেরকে পছন্দ অনুযায়ী কলেজে পদায়নের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হবে। স্বামী-স্ত্রীর সরকারি বদলিযোগ্য না হলে বদলির জন্য আবেদনকারী শিক্ষককে তার স্বামী বা স্ত্রীর চাকরির স্থলে পদায়নের জন্যও অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এছাড়াও কোন কর্মকর্তা অবসরকালীন প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে যাওয়ার এক বছর আগে তার কাঙ্ক্ষিত স্থানে বদলির আবেদন করলে সে ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

জানা গেছে, ঢাকা মহানগরীর কলেজ ছাড়া অন্যান্য কলেজের সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে পদায়ন ও বদলির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিবকে (কলেজ) সভাপতি করে ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ বড় কলেজের তালিকা তৈরি করেছে। এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কলেজের শিক্ষক বদলির ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কমিটি বিবেচনা করবে। কলেজগুলো হচ্ছে- কারমাইকেল কলেজ রংপুর, আজিজুল হক কলেজ বগুড়া, এডওয়ার্ড কলেজ পাবনা, রাজশাহী কলেজ রাজশাহী, নিউ গভঃ ডিগ্রি কলেজ রাজশাহী, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ কুষ্টিয়া, এমএম কলেজ যশোর, বিএল কলেজ খুলনা, রাজেন্দ্র কলেজ ফরিদপুর, বিএম কলেজ বরিশাল, পটুয়াখালী সরকারি কলেজ পটুয়াখালী, সা'দত কলেজ করটিয়া টাঙ্গাইল, আনন্দমোহন কলেজ ময়মনসিংহ, ভিক্টোরিয়া কলেজ কুমিল্লা, চট্টগ্রাম কলেজ চট্টগ্রাম, হাজী মুহম্মদ মুহসীন কলেজ চট্টগ্রাম, সরকারি কমার্স কলেজ চট্টগ্রাম, ঢাকা কলেজ ঢাকা, জগন্নাথ কলেজ ঢাকা, ইডেন মহিলা কলেজ ঢাকা, তিতুমীর কলেজ ঢাকা, কবি নজরুল সরকারি কলেজ ঢাকা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ঢাকা, বাংলা কলেজ ঢাকা, বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ ঢাকা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ঢাকা ও সরকারি বিজ্ঞান কলেজ ঢাকা।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সরকারি কলেজে ২ হাজার ৫০০ নতুন প্রভাষক নেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুমোদন দিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় গতকাল পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানিয়েছে।